এই তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারবন্ধন, মুক্তি ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র (১৫।২০)। এইরূপে ভগবান্ এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বার বার উপদেশ দিয়াছেন।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব।—এই তৃতীয় ষট্‌কের প্রথম তিন অধ্যায়ে অর্থাৎ এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। পরের তিন অধ্যায়ে ইহার মধ্যে ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় ত্রিগুণতত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে। এইরূপে এই তৃতীয় ষট্‌কে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান—এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান ও সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞান এক অর্থে একই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি হয়—সর্ব্বদুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়—কৈবল্য-মুক্তি হয়। প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রেই উৎপত্তি হয়—ক্ষেত্র প্রকৃতিরই পরিণাম। আর যিনি পুরুষ—তিনি এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এই জন্য প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানই—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান।

ভগবান্ অতি সংক্ষেপে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। এই শরীরই ক্ষেত্র। আর ক্ষেত্রকে যে জানে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ—জ্ঞাতা, আর ক্ষেত্র—জ্ঞেয়। ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যেও বিশেষ আছে। যিনি বা যে পুরুষ ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, তিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, আর যিনি সর্ব্ব-ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—নিয়ন্তা—তিনি পরমেশ্বর। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যিনি সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জানিতে হইলে, ব্যষ্টি ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষরপুরুষতত্ত্ব, ব্যষ্টি-ক্ষেত্র-মুক্ত পুরুষতত্ত্ব, আর সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ উত্তম-পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হয়। সেইরূপ

ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সেই ক্ষেত্রের যাহা উপাদান ও যাহা কারণ, সেই প্রকৃতিতত্ত্বও বুঝিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্যষ্টিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবতত্ত্ব এবং সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগৎ-তত্ত্ব ও ব্যষ্টিতত্ত্বক্ষেত্ররূপ জীব-শরীরতত্ত্ব সমুদায় বুঝিতে হয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—

"জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বং ঈশতত্ত্বং তৃতীয়কম্।
দ্বিষ্বেকাদশতন্ত্রেষু তত্তদ্ভাগৈর্নিরূপিতম্॥"

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি—উপসংহার।

ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। এই তিন তত্ত্বের এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে পর্য্যবসান করিলেই দর্শনের শেষ, ইহাই বেদান্ত। অতএব উক্ত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে,—

"পশ্চাৎ বেদান্তসম্বন্ধ্যা অদ্বৈতব্রহ্মনিরূপণঃ।
অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং দ্বৈতস্যাবসরঃ কুতঃ॥"

যাহা হউক, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই যে তত্ত্ব,— ইহাই যে সর্ব্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি।

আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বহু—তন্মধ্যে কতক বদ্ধ ও কতক মুক্ত। বদ্ধ পুরুষই প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, পরে পুরুষ প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান লাভে প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। পাতঞ্জলদর্শনে পুরুষবিশেষ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে এই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর—বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন। কিন্তু গীতায় উত্তম পুরুষ যে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন, এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এ ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে যিনি প্রতিক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি ক্ষর পুরুষ হইলেও তিনি পরা প্রকৃতি। ভগবান্ পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন, তাঁহার দুই প্রকৃতি,—এক অষ্টধা অপরা প্রকৃতি আর এক পরা প্রকৃতি। সেই পরা প্রকৃতিই এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। আর অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্র, পরা প্রকৃতির জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এই অর্থ সঙ্গত নহে। পরা প্রকৃতি এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পরা প্রকৃতি হইলে, সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান [illegible] প্রকৃতি [illegible] ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের যে ভেদ [illegible] ভেদের [illegible] হয় না। [illegible] অদ্বৈতবাদের স্থান থাকে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতোক্ত পরা প্রকৃতি বেদান্তোক্ত প্রাণ। ইহাই জীবভূত হয়। এই প্রাণই মুখ্যপ্রাণ। এই মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তি প্রাণ অপান সমান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে মুখ্য প্রাণতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে সামান্য করণবৃত্তি বলা হইয়াছে মাত্র। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে, এই পরা প্রকৃতিকে প্রাণ না বলিয়া চেতনা (consciousness) বলিতে হয়। পুরুষ-সন্নিধান লিঙ্গশরীরে চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই চেতনাই (consciousness) পরা প্রকৃতির স্বরূপ। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

এই চেতনার দ্বারাই জগৎ বিধৃত। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে (গীতা ৭৫)। যাহা হউক,

বেদান্ত অনুসারে এ স্থলে পরা প্রকৃতিকে প্রাণ বলাই অধিক সঙ্গত। চেতনার ন্যায় প্রাণও ক্ষেত্রের উপাদান।

যাহা হউক, এইরূপে ভগবান্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে বুঝাইয়া, পরে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র কি, তাহা তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রই শরীর। ইহার প্রধান উপকরণ পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত। ইহাই গীতোক্ত অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি। আর ইহার অপর উপকরণ মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বিকৃতি। উক্ত অষ্টধা প্রকৃতি-বিকৃতি ও মন, ইন্দ্রিয়-গণ লিঙ্গশরীরের উপকরণ আর পঞ্চ স্থূলভূত স্থূল শরীরের উপকরণ। প্রকৃতি হইতে পরিণত প্রকৃতি-বিকৃতি যে বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ মহাভূত (বা তন্মাত্রা) এবং এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পরিণত কেবল বিকৃত যে মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোড়শ বিকৃতি—সর্ব্বশুদ্ধ প্রকৃতির পরিণাম এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও প্রকৃতি—ইহাই এই ক্ষেত্রের উপকরণ। এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। গীতায় ইহা ব্যতীত ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি,—ইহাদিগকে এই ক্ষেত্রের উপকরণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে চেতনা—সূক্ষ্মশরীরে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র। তাহা স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হয় নাই। ধৃতি যে প্রাণশক্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে তাহা করণের অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সামান্য বৃত্তি। সংঘাত—স্থূলশরীর-সমবায় শক্তি। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইহারা অন্তঃ-করণের ত্রিগুণজ ভাব হইতে উৎপন্ন। ইহারাই ক্ষেত্রের বিকারের কারণ। ভগবান্ সবিকার ক্ষেত্রতত্ত্ব বিবৃত করিবার প্রসঙ্গে এই ইচ্ছা-দ্বেষাদির উল্লেখ করিয়াছেন—এবং ইহাদিগকে সবিকার ক্ষেত্রের উপকরণ বলিয়াছেন।

এই ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বুঝিতে হইলে, এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞে কিরূপে বদ্ধ হন, তাহা বুঝিতে হইলে, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। ভগবান্ তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের কতক দূর পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন, সে স্থলে এই ত্রিগুণের ভাব দ্বারা ক্ষেত্র কিরূপে রঞ্জিত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকেও রঞ্জিত করে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। সবিকার ক্ষেত্র এ স্থলে 'সমাসে' বা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে মাত্র। পরে এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। আমরা এই কয় শ্লোকে উক্ত ক্ষেত্রের উপকরণের অর্থ যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব; পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে দেহ-দেহী বা শরীর-শরীরীর বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" ২।১৩

আরও উক্ত হইয়াছে যে—

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।"

এই দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু 'ইমে দেহাঃ' আমাদের স্থূল শরীর। ইহাই বিনাশী। মৃত্যুতে ইহার বিনাশ হয় এবং পরে ইহার আবার স্থূলদেহ গ্রহণ হয়; কিন্তু ক্ষেত্র এইরূপ বিনাশী নহে। ক্ষেত্রের যে উপাদান এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ হয় না। মৃত্যুতে সূক্ষ্ম বা কারণ-শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরেরই ধ্বংস হয়। পরে ১৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" ১৫।৭,৮

ইহা হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুতে স্থূলশরীরেরই ধ্বংস হয়; কিন্তু শরীরের যে উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহার ধ্বংস হয় না। তাহা আমোক্ষ-স্থায়ী। যতদিন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ থাকে বা পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার ধ্বংস হয় না। আর মৃত্যুতে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের ধ্বংস হইলেও, যাহা সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার বিনাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ। বেদান্ত-দর্শনে 'আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ' এই সূত্রে ইহা বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পর এই আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ অবলম্বনে প্রেতাত্মার গতি হয়। সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলিয়াছি যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব। এই বিভাগ পূর্ব্বে কোথাও বিশেষভাবে বিবৃত হয় নাই। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যে বিকারী এবং ক্ষেত্রজ্ঞ যে প্রকার ইত্যাদি তত্ত্ব পূর্ব্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবৃত হইয়াছে—

"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥" ১৩।৪

অথচ আমরা বেদ-সংহিতায় বা প্রচলিত ব্রহ্মসূত্র পদে কোথাও এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই না। প্রামাণ্য উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুইটি মন্ত্রে এ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ নাম পাওয়া যায়। সে দুইটি মন্ত্রে এই—

"একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
যস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ" ।৫।৩

"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥" ৬।১৬

ইহা ব্যতীত আর কোথাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগের উল্লেখ নাই। তবে ভগবান্ কেন বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দে এবং ব্রহ্মসূত্র পদে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ইহার হেতু এই বোধ হয় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি এবং ক্ষেত্র যাহা, সেই তত্ত্ব অন্যরূপে শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে নানাস্থলে নানাভাবে এই আত্মতত্ত্ব, পুরুষ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

‘অয়ং আত্মা ব্রহ্ম,’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি,’ ‘সোহহং’, আত্মৈব ইদম আসীৎ পুরুষবিধঃ’ ইত্যাদি মহাবাক্যে শ্রুতিতে এই ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব [illegible] হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষেত্র বা দেহ-তত্ত্ব [illegible] শ্রুতিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে যে, আমাদের দেহে পাঁচটি কোষ আছে, যথা,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই অন্নময় কোষই আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই আমাদের সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষই আমাদের কারণ-শরীর। কারণ-শরীরের উপাদান অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি, ইহাই মায়া। সূক্ষ্মশরীরের উপাদান বেদান্তমতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, আর সাংখ্যমতে বুদ্ধি, অহঙ্কার মন এই তিন অন্তঃকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ এই ত্রয়োদশ করণ, এবং এই ত্রয়োদশ করণের সামান্য বৃত্তি পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ তন্মাত্র বা বেদান্ত অনুসারে পঞ্চ মহাভূত। এইরূপে আমরা বেদান্ত ও সাংখ্য-শাস্ত্র হইতে এই দেহের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারি। যাহা হউক, গীতায় এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও এই তৃতীয় ষট্‌কে তাহার যে বিবরণ আছে, সেরূপ বিস্তৃত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না; বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগের মূল তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে

হইবে। যখন আমাদের বুদ্ধিতে বৃত্তিজ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন 'আমি ইহা জানিতেছি' জ্ঞান এইরূপ আকার ধারণ করে অর্থাৎ জ্ঞান 'জ্ঞাতা অহং' এবং 'জ্ঞেয় ইদং' এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। আমাদের বৃত্তিজ্ঞান এই 'জ্ঞাতা অহং' এবং 'জ্ঞেয় ইদং' সর্ব্ব অবস্থায় এই দুইয়ের সমষ্টিমাত্র। এক ভাবে দেখিলে এই অহং-ইদং জ্ঞান 'জ্ঞাতা অহং' 'জ্ঞেয়ং ইদং' 'কর্ত্তা অহং' 'কার্য্যং ইদং' এবং 'ভোক্তা অহং' 'ভোগ্যং ইদং' এই তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। কিন্তু 'ভোক্তা অহং' ও 'কর্ত্তা অহং' ইহা এক অর্থে 'জ্ঞাতা অহং'এর অন্তর্ভূত, এবং 'ভোগ্যং ইদং' ও 'কার্য্যং ইদং' 'জ্ঞেয়ং ইদং'এর অন্তর্গত। এজন্য 'জ্ঞাতা অহং' ও 'জ্ঞেয়ং ইদং' সামান্যতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগই যথেষ্ট। শঙ্কর জ্ঞানের এই দুই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও তিনি অহং বা ইদং বা ত্বং কোথাও বা আত্মা ও অনাত্মা এই বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বেদান্ত-পরিভাষায়' প্রমাতৃ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য এই বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি এই বিভাগই গৃহীত হইয়াছে এবং পুরুষকে চেতন জ্ঞ-স্বরূপে এবং প্রকৃতিকে অচেতন জড়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যাহা জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম জ্ঞাতায় ও জ্ঞাতার ধর্ম্ম জ্ঞেয়ে আরোপিত করা অবিদ্যার কার্য্য।" * * "যাহা জ্ঞেয়, তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না; তাহার নিজের প্রকাশের জন্য আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে। আর জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও বা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।" * *

যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া, আর এক জন জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটি জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃত্ব-কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না; সুতরাং অনবস্থা দোষ হয়। যদি অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞাতাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে না।" বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্কর যে অধ্যাসবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ 'অহং' ও 'ত্বং' বা 'ইদং' এই বিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। "যুষ্মদ্ অর্থাৎ ইদম্; অস্মদ্ অর্থাৎ অহং। 'ইদং' বা 'এই' এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা আলম্বন অনেক; কিন্তু 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা গোচর এক। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রত্যেক বাহ্যবস্তু,—সমস্তই ইদং প্রত্যয়-গোচর—'এই' বা 'ইহা'-বলিবার যোগ্য অথবা 'এই' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ শব্দের গোচর ও 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহং জ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। যাহা ইদং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয় এবং যাহা অহং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী। চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী; তাঁহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত তাঁহার বিষয় অর্থাৎ জড় বা চিৎ প্রকাশ্য। অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা—ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে; আর যাহা অন্ধকার, তাহা আলোক নহে। এইরূপ যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা তাহাও আত্মা নহে। সুতরাং অহং জ্ঞানে জ্ঞেয় আত্মার

সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরত্ব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য-বিভ্রম থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না।" (পণ্ডিত-বর কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অনূদিত 'বেদান্ত-দর্শনম্,) শঙ্করাচার্য্য এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেন জ্ঞানের দুইটি পক্ষ। ইহাদের সহায়ে জ্ঞান বিষয়মধ্যে বিচরণ করে, বিষয় আহরণ করে এবং তাহার দ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করে। শঙ্কর বলেন যে, গীতায় এই যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ মাত্র। ক্ষেত্রজ্ঞই জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় তাহার ক্ষেত্র। অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে এই জ্ঞেয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস হয় এবং সে জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্‌ভাবে ভাবনা করিতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান-দূর হইয়া যদি জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয়, তবেই এই প্রভেদের ধারণা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্‌রূপে জানিতে পারে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥" ১৩২

ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া জানিবার একমাত্র উপায় এই যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যিনি জ্ঞাতা তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্র বা শরীরমধ্যে যে মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ৩১টি উপাদান ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সকলই জ্ঞেয়। এজন্য তাহার কোনটিই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা হইতে পৃথক্। যতদিন এই জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন আমাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস থাকে। প্রথমে আমাদের স্থূল দেহাধ্যাস বড় প্রবল থাকে। এই স্থূল দেহই যে আমি, তখন এই ধারণা থাকে. তখন 'অয়ং আত্মা অন্নরসময়ঃ'। এই অধ্যাস দূর হইলে তখন 'আমি প্রাণ' এইরূপ অধ্যাস থাকে,—তখন 'অয়ম্ আত্মা প্রাণময়ঃ।' সে অধ্যাস দূর হইলে তখন 'আমি মন' এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তখন 'অয়ম্

'আত্মা মনোময়ঃ।' এ অধ্যাস দূর হইলে 'আমি বুদ্ধি' এই অধ্যাস থাকে। তখন 'অয়ম্ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।' এ অধ্যাসও যদি দূর হয়, তখন 'অয়ম্ আত্মা আনন্দময়ঃ' এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তখনও অব্যক্তে বা মূল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বা আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া আত্মা আপনাকে আনন্দময় মনে করে। এ অধ্যাসও দূর না হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। এই যে অধ্যাস, ইহার মূল অজ্ঞান বা অবিদ্যা। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অস্মিতা পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যার এক পর্ব্ব মাত্র। এই অস্মিতা দূর না হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। সাংখ্যকারিকায় আছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥" ৬৪

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি হইতে প্রথম যে বুদ্ধিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারই 'অহং' 'মম' ও 'ইদম্' এই বিভাগের মূল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন। রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও স্থূল বিষয়ের অভিব্যক্তি হয়। অতএব এই 'অহং' ও 'ইদং' বিভাগ বা 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' বিভাগ প্রকৃতিজ অহঙ্কার হইতেই অভিব্যক্ত। পুরুষ অজ্ঞানবশে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে বলিয়া এই অহংতা ও মমতা বুদ্ধিতে বা অহং ইদং জ্ঞানে বদ্ধ হয়। বাস্তবিক জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, অখণ্ড ও ভূমা। তাহাতে এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় বিভাগ নাই অথবা তাহা একীভূত। এই তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অহং, তিনি স্বরূপতঃ আত্মা নহেন; তিনি প্রকৃতির

বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার রূপ (Phenomenal self) মাত্র। কিন্তু শঙ্কর এ কথা স্বীকার করেন না। এইরূপে সাংখ্যদর্শন অনুসারে শঙ্করের জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ইহা ব্যতীত এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগ সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি হইতে পারে। শঙ্কর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে যে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দূর করিয়া অভেদ বা অদ্বৈতজ্ঞান সহজে সম্ভব হয় না। আমরা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একীভূত করিবার কোন মূল সূত্র পাই না। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য এই জ্ঞেয়কে মায়িক, কাল্পনিক বা অবাস্তব বলিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে বা বেদান্তদর্শনে এবং গীতায় কোথাও জ্ঞেয় জগৎকে মায়িক বা মিথ্যা বলা হয় নাই। শ্রুতির মহাবাক্য যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সেইরূপ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' শ্রুতিতে এই অহং ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়কে এক ব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয় তত্ত্ব একীভূত। অহং ও ইদং উভয়েই সমন্বিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদবাদ কেবল আমাদের বৃত্তিজ্ঞান সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের Subject ও Object বিভাগ এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগের অনুরূপ। এ স্থলে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতায় কিন্তু এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ বা 'অহং' 'ইদং' বিভাগ গৃহীত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। কেন গৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥" ১৩.২৬

এ জগতে যাহা কিছু বস্তু বা সত্তা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—স্থাবর ও জঙ্গম বা অচর ও চর। জঙ্গম সত্তা বিভিন্নজাতীয় প্রাণিবর্গ। আর স্থাবর কেবল উদ্ভিদ্ নহে। যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহাও স্থাবরের অন্তর্ভূত। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'অহং স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।' অতএব অতি ক্ষুদ্র জড় অণু বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎকায় জড় বা জীবসমুদায় এই স্থাবর বা জঙ্গমের অন্তর্ভূত। এ তত্ত্ব পরে ১৪শ অধ্যায়ের ২।৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত হইবে। গীতা অনুসারে ক্ষুদ্রতম জড় বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎ জড় বা জীব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্ত্বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে উদ্ভূত হয়। অতি ক্ষুদ্র জড়াণু বা জীবাণু-মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই সংযুক্ত থাকে, এবং প্রত্যেকের—মধ্যে ক্ষেত্রের যে ৩১টি উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহাও নিহিত থাকে। আমরা ক্ষুদ্র জড়াণুর মধ্যে অবশ্য এই ক্ষেত্রজ্ঞের ও ক্ষেত্রের অন্তর্গত বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে এগুলি বীজভাবে থাকে, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। জড় ও উদ্ভিদ্ সমুদায় স্থাবর ও নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণিবর্গ 'অন্তঃসংজ্ঞ।' কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীব ও মনুষ্য বহিঃসংজ্ঞ। * মনুসংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে। অতিক্ষুদ্র জড় বা জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নজাতীয় জীব পর্য্যন্ত যাহা কিছু সত্ত্ব আছে, তাহারা অন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকাশিত ও বীজ-ভাবে নিহিত থাকে। এজন্য তাহাদের বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। কেবল উচ্চজাতীয় জীবে ও মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-গণের বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা বহিঃসংজ্ঞ হয় ও বাহ্য-বিষয় গ্রহণ

* জর্ম্মণ্ পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন, "consciousness sleeps in stones, dreams in animals and awakes in man."

করিতে পারে। মনুষ্যাদি উচ্চজাতীয় জীবজ্ঞানেই কেবল বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় বা ইদংজ্ঞান অভিব্যক্ত হয়। নিম্নজাতীয় জীবে তাহা হয় না। সুতরাং সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ সম্ভব হয় না; কেবল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগই সঙ্গত হয়। নিম্নজাতীয় জীবে ক্ষেত্রজ্ঞের কেবল ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় অনুভূতি থাকে। অন্য কোনরূপ অনুভূতি থাকে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥"

এ স্থলে 'বেত্তি' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি। বিদ্ ধাতু হইতে বেদনা।- বেদনার অর্থ অনুভব করা। অতএব যাহা অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়, তাহাই বেদনা। যে, এইরূপ অনুভব করে, সেই বেত্তা। অতএব এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যিনি ক্ষেত্র বা দেহমধ্যে আপনাকে সেই দেহরূপে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্তাতে যিনি সেই সেই ক্ষেত্ররূপে আপনাকে বিশেষভাবে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি থাকুক বা না থাকুক, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার এই আন্তরানুভূতি থাকে। ইহাই সর্ব্বজীব সম্বন্ধে বা সর্ব্ব-সত্তা-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগ কেবল উচ্চশ্রেণীর জীবে, বিশেষতঃ মনুষ্য সম্বন্ধেই সম্ভব। নিম্নশ্রেণীর সত্ত্বে তাহা সম্ভব নহে। এ জন্য গীতোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগই বিশেষ সঙ্গত। সে যাহা হউক, মানুষের জ্ঞান যখন বিকাশিত হয়, শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখন মানুষ আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে এবং তাহার শরীরকে ও বাহ্য জগৎকে জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে। তখন সে জ্ঞাতৃরূপে আপনাকে আপনার জ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে ও জ্ঞেয় বাহ্যজগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, এবং সেই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া, পরম অক্ষররূপে আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তখন ক্ষেত্রের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; তাহার কৈবল্য-মুক্তি হয়। কিন্তু এইজ্ঞান জ্ঞানের শেষ সীমা নহে এবং এই মুক্তিও চরম মুক্তি নহে। যখন ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বান্তর্ভূত আত্মা হইয়া সমুদায়কে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে আপনাকে একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে পারে, যখন সে আপনার সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ জানিতে পারে—সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয়। তখন সে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥" ১৩।২

জ্ঞান ও অজ্ঞান।—আমরা বলিয়াছি যে, এ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক-জ্ঞানই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্ত তত্ত্বও এ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ, পুরুষ প্রকৃতি বিভাগ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এক রূপ। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশস্বভাব ও সুখস্বভাব বলিয়া (১৪।৬) এবং সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া (১৪·১৭) এবং প্রকৃতির এই সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভকালে বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় বলিয়া, নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ এই জ্ঞান। আমরা পূর্ব্বে যথাস্থানে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বুদ্ধির এই জ্ঞানভাবকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। ইহা ব্যতীত আত্মা বা ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা নিত্যবোধস্বরূপ। সাংখ্যদর্শন

অনুসারেও পুরুষ 'জ্ঞ'-স্বরূপ। পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ যখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে প্রকৃতি-বদ্ধ হয়, তখন পুরুষের এই নিত্য জ্ঞানরূপ প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধি—রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে মলিন হইলে, সেই নিত্যজ্ঞান তাহাতে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হয় না—বুদ্ধির মলিনতা অনুসারে তাহা মলিন হয়। যখন বুদ্ধি নির্ম্মল সাত্ত্বিক হয়, তখন এই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়। যখন বুদ্ধি এইরূপ নির্ম্মল হয়, তখন তাহাতে সেই পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হয়—তাহাতে আত্মজ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া এই পরম জ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ ভগবান্ পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে ও পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়াছেন। আমরাও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশেষতঃ,—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" (৫।১৬)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশিত হইলে, সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। এই পরমজ্ঞান আত্মস্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপ। এই শ্লোকে এইরূপে 'জ্ঞান' ও পরমজ্ঞান মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরে ইহার পুনরুল্লেখ হইবে। যাহা হউক, এই অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে, এই বৃত্তি'জ্ঞান'—এই সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধির স্বরূপ যে 'জ্ঞান'—তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞানের তত্ত্ব জানা প্রথম প্রয়োজন এবং এই জ্ঞানতত্ত্ব জানিয়া, এই জ্ঞান সাধনাদ্বারা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভ করিলে, সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব লাভ করা যায়। তখন জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ হয়,—প্রকৃত মুক্তি হয়।

আমরা বলিয়াছি যে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল না হইলে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয় না। বিশেষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়। কর্ম্মযোগসাধনা ইহার মধ্যে প্রধান। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যে এই জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগ-সাধনাফলে 'অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ঋজুতা, শৌচ, স্থৈর্য্য, দম ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গুরুর সেবাতৎপরতা লাভ হয়। এইরূপ সাধনা দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য অহঙ্কার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখানুদোষ-দর্শন সিদ্ধ হয়। বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিতে নিত্য সমচিত্তত্ব প্রভৃতি লাভ হয়। চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইলে, বুদ্ধি এই সকল ভাবযুক্ত হয়,—বুদ্ধি এই সকল জ্ঞানের স্বরূপ হয়। ইহারা সাত্ত্বিক জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা হইয়াছে।

ভগবান্ এ স্থলে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞান উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত কয়েকটি ইহার অন্তর্গত। আর যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলাভ জন্য—ভক্তিযোগ-সাধন জন্য যে নির্জ্জনসেবিত্ব ও জনতায় অরতিবুদ্ধি, তাহাও এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এ সকলই নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ। ইহা ব্যতীত ভগবান্ আরও তিন প্রকার জ্ঞানের রূপ বলিয়াছেন। তাহা ঈশ্বরে অনন্য যোগ অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন। এই তিনটিই জ্ঞানের প্রধান রূপ। শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল চিত্তে যেমন অমানিত্বাদি উক্ত ভাব অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত ভাবের সহিত ঈশ্বরে অনন্যভক্তিও বিকাশিত হয়। ইহাও নির্ম্মল সাত্ত্বিকভাবস্বরূপ বুদ্ধির এক রূপ। তাই ইহাকেও জ্ঞান বলে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন;—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে (৭।১৯)।"

বুদ্ধি যখন উক্ত অমানিত্বাদি ভাবযুক্ত হয়, তখন জ্ঞানবান্ হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ হইলে তবে ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ 'জ্ঞানে'

স্থিতিলাভ হয়। এই ভক্তিতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে—প্রধানতঃ সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।'

এই ভক্তির ন্যায় অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—এই জ্ঞানের চরম সীমা। যাহা অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব, তাহা প্রধানতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে কোথাও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন বিবৃত হয় নাই। এজন্য এই তৃতীয় ষট্‌কে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। বলিয়াছি ত, এই তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান অথবা সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান। প্রকৃতি যখন এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ হয়, অর্থাৎ যখন প্রকৃতিজ সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধি এই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ হয়, তখন সেই এক জ্ঞানরূপের দ্বারাই প্রকৃতি পুরুষকে বিমুক্ত করে। সাংখ্যকারিকায় আছে,—

"রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥" ৬৩

অর্থাৎ বুদ্ধির আট রূপ বা ভাব। তাহাদের মধ্যে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সাত রূপ বা ভাব দ্বারা পুরুষের ভোগার্থ প্রকৃতি আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে, আর সেই বুদ্ধি-রূপা প্রকৃতি এই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানরূপ দ্বারা পুরুষের অপবর্গসাধন করিয়া আপনাকে মুক্ত করে।

অতএব জ্ঞান মুক্তি-হেতু। সাত্ত্বিক বুদ্ধির জ্ঞানরূপ এই বিংশতি প্রকার; ইহার মধ্যে এই তত্ত্বজ্ঞান রূপই শ্রেষ্ঠ। বলিয়াছি ত, ইহাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক-জ্ঞান। ভগবান্‌ও এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব—সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে ইহার উত্তমত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা কেবল 'এই জ্ঞানের স্তুতিবাদ মাত্র নহে।"

এইরূপে আমরা নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির এই জ্ঞানরূপ বুঝিতে

পারি। অমানিত্বাদি এই জ্ঞানরূপ নির্ম্মল বুদ্ধির দৈবী সম্পদ্ ইহাতে এই জ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠরূপ—ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, তাহা লাভ হয়। এ স্থলে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ যে উক্ত সর্ব্বরূপ জ্ঞানের মধ্যে উৎকৃষ্ট মোক্ষদ জ্ঞান, তাহাই উক্ত হইয়াছে বলিয়াছি।

কিন্তু সাধনা দ্বারা যখন বুদ্ধি শুদ্ধ, সাত্বিক ও নির্ম্মল হয় এবং তাহাতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় তখন বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার রূপ এই বিংশতি প্রকার। ইহার কোনটিই বাদ থাকে না। জ্ঞানের অমানিত্বাদি প্রথমোক্ত ভাব সকল অভিব্যক্ত না হইলে, তাহার ঈশ্বরে অনন্যভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন-ভাব লাভ হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান। তবে কেন আবার বলিয়াছেন যে, অমানিত্বাদি প্রভৃতি ২০টিই জ্ঞান। ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ জ্ঞান লাভ হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারে এবং সেই জ্ঞানে তাহার স্থিতিলাভ হয়। তখন সে ক্ষেত্রের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করে না, তখন তাহার অধ্যাস দূর হয়। সুতরাং তখন ক্ষেত্রের—বিশেষতঃ ক্ষেত্রস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম, তাহাতে সে বদ্ধ থাকে না। মানিত্ব, দম্ভিত্ব, হিংসা, অক্ষান্তি, ক্রূরতা, অশৌচ, অস্থিরতা, বিষয়ে আসক্তি, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রস্থ বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতির ধর্ম্ম আর আপনাতে আরোপ করে না। তখন তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অমানিত্বাদি জ্ঞানের যাহা অন্যথা বা যাহা বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান। অর্থাৎ মানিত্ব, দম্ভিত্ব প্রভৃতি অজ্ঞান। এইরূপে এই ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিভাগ করা

হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিরই দুই রূপ ;—জ্ঞান ও অজ্ঞান। সাত্ত্বিক বুদ্ধির রূপ জ্ঞান আর রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির রূপ অজ্ঞান। যখন বুদ্ধি সাত্ত্বিক, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, তখনই বুদ্ধি এই জ্ঞানরূপে বা জ্ঞানভাবে স্থিত হয়। যতক্ষণ বুদ্ধি রজঃ-প্রধান বা তমঃপ্রধান থাকে—রজস্তমোমলায় মলিন থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির এই জ্ঞানভাব অভিব্যক্ত হয় না। সুতরাং আমাদের চিত্ত যতক্ষণ রাজসিক ও তামসিক ভাবকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বপ্রধান বা বিশেষ-ভাবে সাত্ত্বিক-ভাবযুক্ত না হইতে পারে, ততক্ষণ চিত্তের এই জ্ঞানভাব বিকাশিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়। এজন্য তখন বুদ্ধি এই জ্ঞান-স্বরূপ হয়। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ আর মলিন চিত্তের যে অজ্ঞান, তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না। এই জ্ঞান আমাদের দৈবী সম্পদ্। আর অজ্ঞান আসুরী সম্পদ্। দৈবী ও আসুরী সম্পদের কথা পরে ১৬শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে,এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সে স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৈবী সম্পদ্ই মুক্তির হেতু আর আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু। সুতরাং আমাদের এই দৈবী সম্পদ্রূপ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু।

জ্ঞেয় ব্রহ্ম।—ভগবান্ এইরূপে জ্ঞান ও অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, যাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় কি, তাহা বুঝাইয়াছেন। সেই জ্ঞেয় তদাখ্য পরম ব্রহ্ম। এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে, যখন জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানেই এই তদাখ্য পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর না হইলে, ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আদৌ উপস্থিত হয় না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" ৫।১৬

ইহার অর্থ আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদের অন্তরে সেই তাদাত্ম্য পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকোক্ত অজ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি, তাহা এই অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানের দ্বারা যখন তাহার বিপরীত মানিত্বাদি অজ্ঞান দূর হয় অর্থাৎ যখন অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা চিত্তের মলিনতা ক্রমে দূর হইতে থাকে এবং সেইসঙ্গে মানিত্বাদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই নির্ম্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিকচিত্তে পরম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, যখন জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সেই জ্ঞান "তৎপরম্" অর্থাৎ তদাত্ম পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করে। আমরা এই অর্থ গ্রহণ করি নাই; কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। এ স্থলে এই প্রকাশের উপমা দেওয়া হইয়াছে—'আদিত্যবৎ।' সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করিয়া উদয় হইলে, আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে অন্য সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্য সকলকে প্রকাশ করে। সুতরাং জ্ঞান 'তৎপরম্' ব্রহ্মকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। সাংখ্যমতে বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব, তাহা জড়। তাহার প্রকাশের সামর্থ্য নাই। এ জন্য আমরা বলিয়াছি যে, অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। এই সূত্রের 'অথ' এই শব্দের অর্থ—অনন্তর। যখন শমদমাদি সাধনার দ্বারা অধিকারী হওয়া যায়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদয় হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

"যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে, তাহা কি? নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক। ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে বৈরাগ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে উভয় কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়।" গীতোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান ও এই বৈরাগ্যাদি চতুর্ব্বর্গসাধন এক অর্থে একই। তাই বলিয়াছি যে, জ্ঞেয়কে জানিলে অমৃতত্বলাভ হয়; সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মই এই অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞেয়। যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-জ্ঞান হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জানিতে পারে এবং ক্ষেত্রের মলিনতা আপনাতে আরোপ না করে ও অমানিত্বাদি জ্ঞান লাভ করে, যখন জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-দুঃখ-দোষ অনুদর্শন করে ও মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় ও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

বুদ্ধি এইরূপ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হইলে, যখন এই জ্ঞানস্বরূপ হয়, যখন ইহা প্রধানতঃ এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপে স্থিত হয়, তখন ইহা কিরূপে পরমমুক্তির কারণ হয়, তাহা এই জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইয়া পরে ভগবান্ বলিয়াছেন। সে জ্ঞান তখন আপনার প্রকৃত জ্ঞেয় কি, তাহা জানিতে পারে। ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞেয়ই ব্রহ্ম। তিনিই এই জ্ঞানের একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয়। ব্রহ্ম—এই জ্ঞানে জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইলে, তাহার ফলে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করে। ("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—ইতি বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬, ৪।৪।২৫)। তাহার পরমনির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয়। তখন পুরুষ আপনার ব্রহ্মস্বরূপ নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ চিত্তদর্পণে দর্শন করিয়া জানিতে পারে। নির্ম্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে সে তখন স্বরূপ দেখিতে পায়। সেই জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপ

প্রতিভাত হইলে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপ হয়। ইহাই চরম মুক্তি।

ভগবান্ এ স্থলে পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রজ্ঞ 'অহং'ই জ্ঞাতা আর ক্ষেত্র বা 'ইদং'ই জ্ঞেয়। এ স্থলে জ্ঞেয় সে অর্থে গৃহীত হয় নাই। এ স্থলে যাহা জ্ঞেয়, তাহা তদাখ্য পরম ব্রহ্ম। এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই। তিনি জ্ঞাতৃরূপেই প্রধানতঃ জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞেয়। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিয়া তিনি জ্ঞেয়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের অধ্যাস-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমত নহে। এখন তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে। আত্মা যখন 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যাকল্পিত 'অহং' উপাধিদ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবেককালে বা অনধ্যাস-কালে তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ; কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ। অবিদ্যাকল্পিত অহং যতকাল থাকিবে, ততকালই তিনি অহং-বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত 'অহং' উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয়।" (পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনূদিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য উপক্রমণিকা) অতএব ব্রহ্ম অপরোক্ষানুভব দ্বারা জ্ঞেয়। আত্মার আত্মা বা জ্ঞাতার জ্ঞাতৃরূপে

তাঁহাকে জানা যায় বলিয়া তিনি জ্ঞেয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য পরম জ্ঞাতৃরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। অতএব পরমব্রহ্ম যেমন জ্ঞেয়, সেইরূপ জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে। আমরা পূর্ব্বে দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি; এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদান্ত-দর্শন অনুসারে শুদ্ধ জ্ঞানের তিন রূপ ;—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। ব্রহ্ম—শুদ্ধ চিৎরূপ। তিনিই মায়াশক্তি হেতু এই তিন রূপে অভিব্যক্ত হন। নির্ম্মল বুদ্ধিতেই এই তিন রূপের প্রতিবিম্ব পতিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিও এই তিনরূপ হয়। যখন জ্ঞান উক্ত তিন রূপযুক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন। ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে জ্ঞান সেই ব্রহ্মরূপ হয়, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান একীভূত হয়। তখন জ্ঞাতৃরূপ ও এই জ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপ হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয়। ইহাই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব। জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা (১৮।৫০)। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপে পুরুষের প্রতিষ্ঠাতেই পরমমুক্তি হয়। এই জন্য ভগবান্ জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়া এই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতায় এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ সংক্ষেপ। ১২শ হইতে সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বেদসংহিতায় ব্রহ্মসূত্রপদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদেই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা। এই জন্য আমরা পূর্ব্বে উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উপনিষদ্ হইতে গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং

আমরা সংক্ষেপে মাত্র এ স্থলে গীতোক্ত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিব। গীতায় অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ; ব্রহ্ম অর্থে ভগবানের যোনিরূপা প্রকৃতি। কিন্তু এ স্থলে জ্ঞেয় 'পরম' ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

আত্মার ন্যায় ব্রহ্ম নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম বলিলে সেই পারমার্থিক মূল তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট হয়। গীতায় এ স্থলে পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও বেদান্তদর্শনে জিজ্ঞাসার বিষয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, 'ওঁ তৎসৎ' যাঁহার নির্দ্দেশক, তিনিই গীতোক্ত পরম ব্রহ্ম। এ স্থলে সেই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ স্থলে ব্রহ্ম জীবাত্মা। কেহ বলেন, ব্রহ্মই মূল প্রকৃতি, তাহাই ভগবানের মহদ্‌যোনি। কেহ বলেন, এই ব্রহ্মই ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র-তত্ত্ব। সে জন্য তাঁহারা এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম 'অনাদি' এবং 'মৎপর' অর্থাৎ ভগবানের অধীন। ভগবান্ এই ব্রহ্মের অতীত তত্ত্ব। তাই ভগবান্ বাসুদেব পরব্রহ্ম।

এ অর্থ যে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে গীতায় পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা 'তৎ ব্রহ্ম' 'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ' (৭।২৯) 'কিং তৎ ব্রহ্ম' (৮।১), ইত্যাদি স্থলে এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, এই তদ্‌ব্রহ্ম 'অক্ষর ব্রহ্ম পরমম্।' (৮।৩)। এই অক্ষর পরমব্রহ্ম কি, তাহা উক্ত ৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

এ স্থলে যে ব্রহ্মকে উক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহা এই তদাখ্য অক্ষর পরম ব্রহ্ম—"অনাদিমৎ পরমব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।"

(১৩।১২)।

এই পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

'পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (৮।২০-২১)

এই পরমব্রহ্ম বা পরম পদ সম্বন্ধে ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি"—
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥" (৮।১১)

ভগবান্ পরেও বলিয়াছেন,—

"পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।" (১৫।৪)

ইহা "তৎপদমব্যয়ম্" (১৫।৫)

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (১৫।৬)

এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অক্ষর পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মই এই অব্যয় পদ, ইহাই ভগবানের পরম ধাম। এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার কথা ১২শ অধ্যায়ে ৩,৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অতএব এ স্থলে ভগবান্ নির্ম্মল অমানিত্বাদি রূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ জ্ঞানের জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—তাহা যে গীতা অনুসারে এই অক্ষর

পরম ব্রহ্ম, এই ভগবানের পরম ধাম, পরম অব্যয় পদ ব্রহ্ম, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই কয় শ্লোক হইতেও এই তত্ত্ব স্পষ্ট জানা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। (১৩।১২)।

এই জ্ঞেয়—অনাদিমৎ পরম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ-বাচ্য নহে। ইহার অর্থ আমরা দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ অথচ সর্ব্বাতীত। এ বিশ্বে যত ভূত বা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তা আছে—সেই চরাচরের তিনি সমষ্টিরূপ। এজন্য তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ। তিনি লোক সমুদায় আবৃত করিয়া স্থিত—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" (ঈশ ১) তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয় আভাস অর্থাৎ কারণ বা বীজ-স্বরূপ ও প্রকাশক। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। তিনি এই বিশ্বের ভরণকর্ত্তা, সর্ব্বগুণভোক্তা। ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতীত। তিনি অসক্ত ও নির্গুণ।

ব্রহ্ম চরাচর সর্ব্বভূতের বাহ্য ও অন্তর; তিনি দূরে, তিনিই নিকটে; তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূত সম্বন্ধে বিভক্তের ন্যায় স্থিত। তিনি ভূতভর্ত্তা ও সর্ব্বপালনকারী, সর্ব্বগ্রাসকারী ও সর্ব্বসৃজনকারী।

এই পরমব্রহ্মই স্বপ্রকাশ—সর্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃ-পারে অবস্থিত, তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত।

এইরূপে সংক্ষেপে এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব এই অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য—তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়—তিনি অপ্রমেয়। তিনি সগুণ (immanent manifest) রূপে সর্ব্ব—বিশ্বরূপ,

আর তিনি নির্গুণ (Transeendent)রূপে (unmaifestরূপে) সর্ব্বাতীত। তিনি সগুণরূপে বিভক্তের ন্যায় হইয়া স্থিত—সর্ব্বভূতরূপে, তাহাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে স্থিত, সর্ব্বভূতের অন্তরে, বাহিরে, দূরে, নিকটে স্থিত। সমুদায়ই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে অবস্থিত, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাযুক্ত, ব্রহ্মশক্তিতে সৎরূপে বিবর্ত্তিত ও বিধৃত। আবার ব্রহ্ম এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সর্ব্বকারণ।

ব্রহ্মতত্ত্বে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়, সকল বিপরীত ভাব একীভূত হয়। তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, তিনি অতি দূরে অথচ অতি নিকটে। law of contradiction অনুসারে জ্ঞানের বিকাশাবস্থায় যে কিছু বিপরীত ভাবের (thesis এবং antithesis এর অথবা antinomy র) বিকাশ হয়, ব্রহ্মে সে সমুদায়ের সমন্বয় (synthisis) হয়। law of identity দ্বারা সমুদয় বিরোধী ভাব তাঁহাতে একীভূত হয়।

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় হইলেও—এই সর্ব্বভূতমধ্যে—এই অনন্ত বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে যে এই একত্বের অনুভূতি হয়—যে এই সকল বিভক্ত ভাবের মধ্যে এক অবিভক্ত ভাবের অনুভূতি হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায়। আরও তাঁহাকে এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা বা জগতের মূল কারণরূপে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও জানা যায়। তাঁহাকে জ্যোতীরূপে—সর্ব্বপ্রকাশক তেজোরূপে এই শব্দাত্মক জগতের মূল একাক্ষর ব্রহ্ম—ওঙ্কাররূপে ধ্যান বা ভাবনা করিতে হয়। আর ব্রহ্মকে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিজ আত্মাতে পরমাত্মস্বরূপে ধ্যান ও ধারণা করিতে হয়। ধ্যানপরিপাকে আত্মাতেই ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় হইয়াও যে এইরূপে জ্ঞেয় হন, তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্যরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটরূপে অবস্থিত। যখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্ব অনুধ্যান করিয়া তাহার

স্বরূপজ্ঞান লাভ করা যায়, যখন এই তিনের একত্ব ধারণা করা যায়, যখন এই তিন এক হইয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপে একীভূত হয়, তখন অন্তরে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করা যায়, তখন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হয়। এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বে উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যাহা হউক, আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে গীতার উক্ত শ্লোক হইতে জানিতে পারি। জ্ঞান যখন নির্ম্মল হয়, তখন সেই 'জ্ঞান' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন 'জ্ঞেয়' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, আর তখন 'জ্ঞাতা'ও ব্রহ্মস্বরূপ হয়। অহং ইদং এক হয়। তখন 'অহং' থাকে না, সোঽহং জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতা ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভাব লাভ হয়—অমৃতত্বসিদ্ধি হয়।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের এবং মায়া ও প্রকৃতি-তত্ত্বের সম্বন্ধ কি, তাহা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। পরে অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক ও একবিংশ শ্লোকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহার সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ পুনরালোচিত হইয়াছে। এ অধ্যায়ের উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্লোক সকলের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের এইরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরমমুক্তিলাভ হয়। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। ব্রহ্মতত্ত্ব গুহ্যতম, অতি দুর্ব্বোধ্য। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, 'অক্ষর অধিগম্য' হয়। ব্রহ্ম-তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য, তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা ব্যতীত আমরা দেখিয়াছি যে, এই গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন শ্রুতি-বচনই এই মতভেদের কারণ। বেদান্ত-দর্শনে এই সমুদায় বিভিন্ন শ্রুতি সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি তাহাতেও

এই বিভিন্ন বাদের স্থান আছে। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ অনুসারে যেমন এই বেদান্ত-দর্শন বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ এই গীতা-শাস্ত্রও তদনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত কয় শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে যাইলে এই দ্বৈত (thesis) ও অদ্বৈত (antithesis) এই উভয়বাদ সমন্বয় (synthesis) করিলে, তবে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। ইহাই সর্ব্ব-সমন্বয়ের শেষ সমন্বয় (last synthesis) গীতায় যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই সমন্বয় হইয়া যে পরম অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কোন বাদ অবলম্বন না করিয়া গীতায় সমগ্রভাবে সর্ব্বসামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মতত্ত্বই গীতার মূল সূত্র। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে বুঝিতে হয়। সবিশেষ ব্রহ্মের দুই ভাব ;—সগুণ ভাব ও নির্গুণ ভাব। সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম পরম অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ; নির্গুণ ব্রহ্ম এইরূপ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আর ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা অনির্ব্বাচ্য, অজ্ঞেয়, নিরুপাধিক, কেবল 'নেতি নেতি' দ্বারাই নির্দ্দেশ্য। পরম ব্রহ্মের এই নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাব 'তৎ'-শব্দবাচ্য আর তাঁহার সগুণ ভাব 'সঃ'-শব্দ-বাচ্য। বলিয়াছি ত, তিনি পরমেশ্বর। গীতায় এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে ব্যাখ্যাত হইয়াছে দেখিয়াছি। এই অধ্যায়ে এই কয় শ্লোকে প্রধানতঃ 'তৎ'-আখ্য নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ পরম ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

গীতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি সৎ বা

অসৎবাচ্য নহেন। তিনি অনভিলাপ্য নির্বিশেষ। তাঁহাকে নিষেধমুখে নেতি নেতি দ্বারা নির্দেশ করিতে হয়। ইহা উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয়। আমরা বলিয়াছি, আমরা ব্রহ্মকে দুই রূপে নির্দেশ করি,—এক সগুণরূপে আর এক নির্গুণরূপে। এক Immanent রূপে, আর এক Transcendent রূপে। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই দুই ভাবের অতীত, এই উভয়ের সমন্বয় কারণে তাঁহার এই নির্বিশেষ ভাব ধারণা করা যায়। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম সগুণও নহেন, নির্গুণও নহেন; তিনি উভয়ের অতীত, অথচ উভয় ভাবে অভিব্যক্ত। নির্গুণ-রূপে তিনি অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচর, ধ্রুব (১২।৩) ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্টরূপে বাচ্য ও নির্দেশিত হন, আর সগুণরূপে ঈশ্বরভাবে তিনি আমাদের সমগ্র জ্ঞেয় হন। তিনি এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা ও সংহর্তা মায়াশক্তিযুক্ত ঈশ্বর। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ। তিনি সগুণরূপেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য হন; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হন। জ্ঞাতৃরূপে তিনি পুরুষ ও জ্ঞেয়রূপে তিনি প্রকৃতি। সর্ব্বজ্ঞাতৃরূপে, সর্ব্ব নিয়ন্তৃরূপে তিনি পরমেশ্বর পুরুষোত্তম, আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃরূপে তিনি প্রকৃতিবদ্ধভাবে জীব বা ভূত। পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া এই জগতের অভিব্যক্তি হয়; তাহা জীব-ভোগ্য হয়। প্রকৃতি হইতে জীবদেহ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ব্রহ্মই সগুণরূপে নিয়ন্তা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হন। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার নির্গুণ অক্ষরভাব, এবং সগুণ ঈশ্বর জীব ও জগদ্ভাব কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। গীতা হইতে পরম ব্রহ্মকে এই ভাবে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে আমরা ইহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমে আছে :—

"সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥" (১৬)

অর্থাৎ "হংস বা জীব আপনাকে ও প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া সেই সর্ব্বজীবাধার ও সর্ব্বলয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয়। পরে প্রেরয়িতা দ্বারা জুষ্ট বা উপকৃত হইয়া বা তাঁহার কৃপায় অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।" কিরূপে এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"উদ্‌গীতমেতদ্ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তা।" (১৭)

অর্থাৎ "এই পরম ব্রহ্মই উদ্গীত। অর্থাৎ বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে তিন এবং অক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্মবিদ্ এই সম্বন্ধে যে প্রভেদ, তাহা জানিয়া, যোনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়।" এইরূপে এই মন্ত্র হইতে ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ ও অন্য তিন রূপ জানা যায়। এই অন্য তিন রূপ যাহা ব্রহ্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা কি, সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই তিন রূপ ক্ষর, অক্ষর ও ঈশ্বর।—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশম্।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" (১৮)

অর্থাৎ "ঈশ্বর এই পরস্পর সংযুক্ত ক্ষর অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি এবং অক্ষর বা জীবাত্মা—এই উভয়কে (১।১১) বা ব্যক্ত অব্যক্ত এই সমুদয়কে

(বিশ্বকে) ভরণ করেন—বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ন্তা হন। এই জীবাত্মা অনীশ, এই ঈশিত্ব শক্তি বিহীন হইয়া ভোক্তৃ-ভাব হেতু (সুখদুঃখাদিতে) বদ্ধ হয়। সে দেবকে বা ঈশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বরূপে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আরও উক্ত হইয়াছে—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃ ভোগ্যার্থ যুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥" (১।৯)

অর্থাৎ এই 'জ্ঞ'স্বরূপ ঈশ্বর, ও অজ্ঞ জীব—এই দুই ভাব অনাদি (অজ)। ইহা ব্যতীত আরও এক অনাদি (অজা) ভাব আছে—তাহা ভোক্তা জীবের ভোগ্যার্থযুক্ত। জীব স্বরূপতঃ আত্মার্থ অনন্ত অকর্ত্তা—বিশ্বরূপ। যাহা হউক, জ্ঞানী যখন এই (ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিরূপ) তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, ও ঈশ্বর অভিধ্যান দ্বারা তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তখন তাঁহার বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। (১।১০)। যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মে যে এই অক্ষর কূটস্থ ভাব ব্যতীত এই তিন ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত—সেই তিন ভাব এই প্রেরয়িতা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্যা প্রকৃতির এই তিনই ব্রহ্ম—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (১।১২)

পরম ব্রহ্মের এই তিন ভাব ব্যতীত তাঁহার যে অক্ষয় ভাব, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরে উক্ত হইয়াছে :—

"যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্নসৎ চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৮)

অর্থাৎ যখন 'অতম' হয় অর্থাৎ সর্ব্বরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন এই 'অক্ষর' ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, তখন কেবল শিবরূপ প্রকাশিত থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবের ও সম্ভজনীয়। তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছে।

"নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৯)

অর্থাৎ ইঁহাকে উর্দ্ধে, অধোদেশে বা মধ্যে ধরিতে পারে না। যাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।২০)

অর্থাৎ দর্শনযোগ্য প্রদেশে (সন্দৃশে) ইঁহার রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। যাঁহারা হৃদয়ে ও মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইঁহাকে জানেন, অর্থাৎ হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যগ্‌ দর্শনরূপ গমন দ্বারা এ ভাবে ইঁহাকে দর্শন করেন (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৭), তিনি অমর হন।

ইহাই অক্ষর পরম ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তাঁহা হইতে পুরাতনী প্রজ্ঞা প্রসৃত, তিনি উর্দ্ধে, মধ্যে ও

অধোদেশে নহেন বলিয়া প্রপঞ্চাতীত, তাঁহার কোন প্রতিমা (বা তুলনা) নাই। তিনি অবাঙ্মনসগোচর। এইরূপে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরম ব্রহ্মের অক্ষর ঈশ্বর জীব ও প্রধান বা প্রকৃতিরূপ ভাব উক্ত হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদেও পরম ব্রহ্মের বা পরমাত্মার চারি পাদের কথা উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে ওঁকারতত্ত্ববিবৃতিকালে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরম-ব্রহ্মের যে অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার চতুর্থ বা তুরীয় পাদ উক্ত হইয়াছে, (মাণ্ডূক্য উপঃ ৭, ১২) তাহা এই 'অক্ষর অব্যক্ত' পরম ব্রহ্মের এই চতুর্থ ভাব।

গীতা হইতেও আমরা এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব—তাঁহার অক্ষর অব্যক্ত পরম ভাব, পরমেশ্বরভাব, জীবাত্মভাব ও বিশ্বরূপভাব জানিতে পারি। এ স্থলে তাহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। বলিয়াছি ত, পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এই অক্ষর পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও এই উভয় তত্ত্বমধ্যে সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে তাহা দেখিতে হইবে।

১৮শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, (পূর্ব্বে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত) ক্ষেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে যেরূপে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরভক্ত সেই তত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তাহার দুই ফল হয়। সেই জ্ঞানে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ যে পৃথক্, তাহা প্রতিভাত হয়, এবং জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়। এইজন্য ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথমে বিবৃত হইয়াছে, এবং পরে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত অনির্ব্বাচ্য 'তৎ'-

পদনির্দ্দেশ্য পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই 'তৎ'পদবাচ্য ব্রহ্ম জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইলেও, সমগ্র ব্রহ্ম-তত্ত্ব নহে। এই 'তৎ'-পদবাচ্য পরম ব্রহ্ম এক অর্থে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাব মাত্র! আমরা জানি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুই ভাব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ অপর ও পর ব্রহ্ম। এই ভাবে উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোপনিষদসার।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরং তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরম্।" (১।১৬)

এই ব্রহ্মতত্ত্বই—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ৬.২২)

এই ব্রহ্মতত্ত্বই উদ্গীত। ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই আছে—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরং যোনিমুক্তাঃ॥" (১।৭)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে অক্ষর ও উক্ত তিন রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে এইরূপেই জানেন এবং যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মপরায়ণ হন, তিনি যোনিমুক্ত হন—তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞানও এই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা পরে বিবৃত হইবে। ১৯শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত নির্ম্মল (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে তৎ-পদ-নির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বরূপ বিবৃত হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, বেদান্ত

অনুসারে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। কিন্তু সমগ্র সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হয় নাই। এই সগুণ ব্রহ্মই এই ত্রিবিধ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে সগুণ ব্রহ্মের এই তিন রূপ—ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্য জগৎ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর। আমরা দেখিয়াছি যে, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (১।১২)।

অতএব এই ঈশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত। এই তিন তত্ত্বই ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে 'ভোগ্য'ই প্রধান বা প্রকৃতি,—ইহা ক্ষর, অজা, এক ও সর্ব্বভোগার্থযুক্ত (শ্বেতাশ্বতর ১।৮।১০)। এই ভোক্তা—জীবাত্মা। অজ, অক্ষর, অব্যক্ত, ইহা অনীশ আত্মস্বরূপ, ইহা অজ্ঞ হইলেও অনন্ত, অমৃত, বিশ্বরূপ, অকর্ত্তা। (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১০)। ইহা গীতোক্ত সংসারী জীবাত্মা—ক্ষর পুরুষ। আর এই প্রেরয়িতা—পরমেশ্বর। তিনি এক, দেব, হর, ক্ষরাক্ষর ও ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বের বা অজ ক্ষর প্রধানের এবং অজ অক্ষর জীবাত্মা—সকলের নিয়ন্তা ও ভরণকর্ত্তা পরমেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১০)। এই পরমেশ্বরই পরমপুরুষ বা উত্তম পুরুষ। এইরূপে ব্রহ্মই এই প্রকৃতি এবং (দ্বিবিধ) পুরুষরূপ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়। ভোক্তা জীবাত্মা যখন আপনাকে, এই জগৎকে ও ঈশ্বরকে—এই ত্রিবিধকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে, তখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান যোজনা (সংযোগ) এবং তত্ত্বভাব (ব্রহ্মৈকত্বভাব) হইতে অন্তে নিঃশেষে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয় ও পরমেশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়, সর্ব্বক্লেশ ক্ষীণ হয়, ও জন্মমৃত্যুর নিবৃত্তি হয়।

"তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১০-১১)।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি দেহভেদান্তে বিশৈশ্বর্য্যযুক্ত তৃতীয় পদ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর 'কেবল' বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত নিরুপাধিস্বরূপ হইয়া আপ্তকাম বা পূর্ণানন্দময় হন।

"তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥"
(শ্বেতাশ্বতর,১।১১)।

এইরূপে পরমেশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে মুক্তিতত্ত্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মুক্তির জন্যই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ ভাব; বিশেষতঃ পরমেশ্বরভাব জ্ঞেয় হইলেও পরম অক্ষররূপে তাঁহাকে অন্তরাত্মাতেই জানিতে হইবে। তিনিই পরমতত্ত্ব।

"এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।" (১।১২)

এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম আত্মসংস্থ। ইঁহাকে জানিতে হইলে অন্তরেই ইঁহার অনুসন্ধান করিতে হয়। তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, স্রোতে যেমন জল থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, এবং যেমন তিলকে পেষণ দ্বারা তৈল নির্গত হয়, মন্থন দ্বারা দধি হইতে ঘৃত পাওয়া যায় ও অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ তপস্যা ও ধ্যান দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মাকে মন্থন করিলে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায়।

"তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতস্বরণীষু চাগ্নিঃ।

এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৫)।

ধ্যান দ্বারা এইরূপে আত্মাতে পরব্রহ্মদর্শন হয়। সে ধ্যানের প্রণালী এই—

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৪)।

অতএব মুক্তির জন্য এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয়। তাঁহা ব্যতীত অন্য জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। পরম ব্রহ্ম যখন 'তৎ'পদনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য-রূপে জ্ঞেয়, সেইরূপ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিবিধভাবে সগুণরূপেও তিনি জ্ঞেয়। সগুণরূপে তাঁহাকে না জানিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হয় না এবং পরম ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞেয় হয় না। এজন্য এই পরম ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইবে। এই কারণ এই অধ্যায়ে নির্গুণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইবার পর ১৯শ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরের দুই অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। প্রথমে ১৯শ শ্লোকে ব্রহ্মের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ বিবৃত হইয়াছে—এবং ইহাতেই পরম পুরুষ, অক্ষরপুরুষ ও ক্ষর প্রকৃতি এই ত্রিবিধ সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ—গীতায় এ স্থলে যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূল যে শ্রুতি, তাহা আমরা পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। উপনিষদে যে পুরুষ অব্যক্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূল তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়, তাহা আমরা সে স্থলে বুঝাতে চেষ্টা করিয়াছি। কঠ উপনিষদুক্ত এই অব্যক্তই সাংখ্যদর্শনের মূল প্রকৃতি, তাহা সাংখ্যদর্শন হইতেই জানা যায়। এজন্য

আমরা বলিয়াছি যে, গীতায় যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল শ্রুতি, সাংখ্যদর্শন নহে। শ্রুতি হইতে এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। এ স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তাহা হইলে এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ কোন্ শ্রুতিমূলক, তাহা আমরা আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিব।

ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে—

"আনীদবাতম্ স্বধয়া তদেকম্
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥" ২

অর্থাৎ "তখন সেই এক স্বধার সহিত অবিভাগাপন্ন বায়ুহীন অথচ প্রাণ বা চৈতন্যযুক্ত ছিলেন। এই অবিভাগাপন্ন 'এক' ও 'স্বধা'র যে সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল উক্ত হইয়াছে, ইহারাই এক অর্থে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনো-ঽপশ্যৎ।" (১।৪।১)

ইহা হইতে আমরা 'আত্মাই যে পুরুষ' তাহা জানিতে পারি। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে যে এই পুরুষতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পারি। ঐ উপনিষদে আছে যে,—

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈ তাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ।" (১।৩।৩)

ইহার অর্থ—"তিনি আপনাকে একাকী বিবেচনা করিয়া ইষ্টার্থ সংযোগজনিত ক্রীড়ায় সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি আপনার দ্বিতীয়

অভিলাষ করিলেন। তিনি এতাবৎকাল মিলিত স্ত্রীপুরুষরূপে ভাবময় শরীরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত ভাবময় শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একভাগে পুরুষাকার এবং অপর ভাগে স্ত্রীর আকার প্রদান করিলেন। এইরূপে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ ভেদে পতি ও পত্নীর আকার ধারণ করিলেন।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, একই আত্মা বা পুরুষ সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। ইহাই প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের মূল।

এই প্রকৃতি-পুরুষ যে অনাদি এবং প্রকৃতি যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহারও মূলতত্ত্ব আমরা উপনিষদ হইতে জানিতে পারি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে -

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ৪।৫।

অর্থাৎ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (অর্থাৎ অগ্নি, জল ও অন্নবিশিষ্টা, বা সত্ত্ব রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যুক্তা), বহু প্রজার উৎপাদিকা, সমানাকারা এক অজাকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) এক অজ (অর্থাৎ আত্মা) সেবকভাবে ভজনা করে; অন্য অজ ভুক্তভোগা ইহাকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত ভোগ পরিসমাপ্ত হইলেই পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে)।

এই অজাই জন্মরহিত বা অনাদি প্রকৃতি আর অজই অনাদি পুরুষ। ইহা হইতে আপাততঃ সাংখ্যদর্শনের বহু বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষবাদ এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র এক প্রকৃতিবাদ সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির

সহিত এই শ্রুতির সমন্বয় করিলে, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, পুরুষ একই এবং তিনি স্বমর্থ আপনাকে দ্বিধা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতি-রূপ হন এবং প্রকৃতি উপভোগ করিবার জন্য বহুরূপ হন। প্রকৃতি স্বাধীনা নহে।

এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই অজা প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রূপা, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ। ত্রিগুণ এই ত্রিবর্ণাত্মিকা, সত্ত্ব যাহা নির্ম্মল প্রকাশ-স্বরূপ ও সুখস্বরূপ, তাহা শুক্ল; যাহা রজঃ বা রঞ্জন করে, তাহা লোহিত আর তমঃ বা যাহা মোহকর ও আবরণকারী, তাহা কৃষ্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"যদগ্নে রোহিতং রূপম তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।" (৬।৪।১)।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে ইহার এইরূপ সংক্ষেপ ভাবার্থ পাওয়া যায়,—অগ্নি, জল ও অন্ন (বা পৃথিবী) এই তিন দেবতার মিশ্রণে বা ত্রিবৃৎকরণে যে সমুদায় ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে মূল অগ্নির লোহিতত্ব, জলের শুক্লত্ব এবং অন্নের বা পৃথিবীর কৃষ্ণত্ব নিহিত আছে। যেমন এই পরিদৃশ্যমান অগ্নির লোহিতত্ব তাহার মূলতেজোরূপ শুক্লত্ব, তাহার মূল অপরূপ এবং কৃষ্ণত্ব, তাহার মূল অন্নরূপ ইহা জানা যায়, এইরূপে জানা যায় যে, সকল পদার্থই ত্রিবর্ণাত্মক, বা তেজ, অপ ও অন্নাত্মক তাহারাই সকল ব্যাপ্ত পদার্থের মূলরূপ। তাহাই এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

অতএব সকল পদার্থই লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণাত্মক বা ত্রিগুণাত্মক। পূর্ব্বে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই উক্ত মন্ত্রে এই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণাত্মিকা 'অজা'র উল্লেখ আছে, তাহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি। ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পুরুষ ও তাহার পরাশক্তি প্রকৃতিও উল্লিখিত

হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে আমরা শ্রুতি হইতে এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের মূল সূত্র পাই। শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দ্বিধা বিভক্ত হন। উভয়ই অনাদি। পুরুষ এক হইয়াও ভোক্তৃরূপে এবং প্রকৃতিতে ভোগার্থ বহুরূপ হন। আর এই প্রকৃতি সেই পুরুষের ভোগ্য হয়। প্রকৃতি লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণাত্মিকা। এই ত্রিবর্ণাত্মিকা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া পুরুষ ভোক্তা হয় এবং সেই বন্ধন ছেদন করিতে পারিলে সে মুক্ত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, গীতায় এই শ্রুত্যুক্ত অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ সাংখ্যদর্শনেরই বিশেষত্ব। সাংখ্যদর্শনেই ইহা বিশেষভাবে গৃহীত। এজন্য গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ বুঝিতে হইলে, সাংখ্যদর্শনেরও প্রকৃতি-পুরুষবাদ বুঝিতে হয়। এইহেতু আমরা এ স্থলে এই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিপুরুষবাদ অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাংখ্যদর্শনের কোন মূল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। অনেকের মতে 'সাংখ্য তত্ত্বসমাস'ও সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ। কিন্তু সে গ্রন্থ অতি সংক্ষেপ। তাহাতে প্রকৃতি-পুরুষবাদের কোন তত্ত্বই পাওয়া যায় না। যে সাংখ্যসূত্র এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহা অনেকের মতে বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত। রচিত না হইলেও পূর্ব্বলুপ্ত সাংখ্যসূত্র যে বিজ্ঞান ভিক্ষু উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার ভাষ্যের প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অনেকের মতে সাংখ্যকারিকাই সাংখ্য-শাস্ত্রের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে। যাহা হউক, সাংখ্যকারিকা হইতে প্রধানতঃ আমরা এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষবাদ বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে যে,—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥" ৩॥

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি অবিকৃতি; মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব), অহঙ্কার ও রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি; এবং মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটি বিকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। এই পঁচিশটি মূল তত্ত্ব। সাংখ্যমতে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি এই উভয়ই অনাদি আর সমুদয়ই অনিত্য। সাংখ্যসূত্রে আছে,—"প্রকৃতিপুরুষয়োঃ অন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।" মূল প্রকৃতি হইতে যে সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোলটি বিকৃতি অভিব্যক্ত হয়, তাহারা অনিত্য। কারণ, তাহারা মূল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় হয়।

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি অব্যক্ত বা প্রধান, তাহা হইতে অভিব্যক্ত লিঙ্গশরীর তদ্বিপরীত। সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই আঠারটি তত্ত্বের দ্বারা এই লিঙ্গ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। আর পুরুষ অব্যক্ত এবং অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীতধর্ম্মী।

মূল প্রকৃতি যে এই লিঙ্গের বিপরীতধর্ম্মী এবং পুরুষ যে উভয়ের বিপরীতধর্ম্মী, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে :—

"ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মী। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥" ১১।

যে কারণে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১৭

এইরূপে সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিপুরুষ বাদ স্থাপিত হইয়াছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব। বহু পুরুষ বাদ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় আছে। *

জননমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮

অর্থাৎ জন্ম, মরণ, করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তিহেতু, আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হেতু, পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ।

পুরুষ যে অকর্ত্তা এবং কেবল দ্রষ্টা ও সাক্ষিমাত্র, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবাশ্চ ॥ ১৯

অর্থাৎ "সেই বিপর্য্যয় হইতেই পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব সিদ্ধ।"

পুরুষ যে অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়, তাহার হেতু এই যে—

তস্মাত্তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনবদিব লিঙ্গবৎ।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবতীত্যুদাসীনঃ ॥ ২০

"পুরুষের সংযোগ হেতু অচেতন লিঙ্গ চেতন বিশিষ্টের ন্যায়, আর গুণেরই কর্তৃত্ব আছে বলিয়া উদাসীনকে কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়।"

পুরুষ যে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভোক্তা হয় বা প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে ও সেই হেতু দুঃখ পায় এবং সংসারবদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গাখ্যা বিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫

অর্থাৎ "চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ তাহাতে (লিঙ্গ শরীরে) জরা-মরণ-জনিত দুঃখ ভোগ করেন; লিঙ্গ শরীরের যে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি না হয়, সেই হেতু দুঃখ স্বাভাবিক।"

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ ৬২

অর্থাৎ "সেইহেতু পুরুষ বদ্ধ হয়েন না, মুক্তও হয়েন না, এবং সংসরণ করেন না; নানা আশ্রয়ভূত প্রকৃতিই সংসরণ করেন, বদ্ধ হয়েন ও মুক্ত হয়েন।"

সাংখ্যকারিকা হইতে এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব জানা যায়। আমরা পূর্ব্বে সাংখ্যতত্ত্বসমাসের উল্লেখ রাখিয়াছি। তাহার যে এক ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে উদ্ধৃত হইলেও এস্থলে পুনরুদ্ধৃত হইল।

অষ্ট প্রকৃতি।—অব্যক্ত বা (মূল প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র। এই আট প্রকৃতি।

"অব্যক্ত।—লোকে যেমন ঘট, পট, কুট ও শয্যা প্রত্যক্ষ করে, মূল প্রকৃতিকে সেরূপে জানা যায় না—এইজন্য ইহাকে অব্যক্ত বলে। অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা গ্রাহ্য নহে। ইহার অবয়ব নাই; কারণ ইহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই। ইহাই অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়; অথচ নিত্য রস-গন্ধাদি-বর্জ্জিত। সুধীগণ বলেন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব। ইহা সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই। ইহা প্রসবধর্ম্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল) ইহাই অব্যক্ত।

অব্যক্তের পর্য্যায় শব্দ এই:—অব্যক্ত, প্রধান, ব্রহ্ম, পুর, ধ্রুব, প্রধানক, অক্ষর, ক্ষেত্র, তমঃ প্রভৃত।"

পুরুষ।—পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিদ, অমল ও অপ্রসব-ধর্ম্মী।

পুরাণ বলিয়া, পুরিতে শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী, এজন্য ইহাকে পুরুষ বলে। ইহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই

বলিয়া ইহা অনাদি, নিরবয়ব বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম। সর্ব্বস্থানে বিরাজমান এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া 'সর্ব্বগত'।

সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া 'চেতন'।

ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণ নাই বলিয়া ইহা নির্গুণ।

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া নিত্য। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া ইহা 'দ্রষ্টা'।

চেতন জন্য সুখ, দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা 'ভোক্তা'।

উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা 'অকর্ত্তা'।

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা 'ক্ষেত্রবিদ্'।

ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া ইহা 'অমল'।

নির্বীজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধর্ম্মী অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন করে না। এই সাংখ্য পুরুষের ব্যাখ্যা হইল।

এই পুরুষের নামান্তর যথা :—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সেই, এই।"

এইরূপে সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, তত্ত্ব সমাস ব্যাখ্যা হইতে পুরুষ এক কি বহু তাহা জানা যায় না। কারিকায় ও সাংখ্য-সূত্রে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ বহু। কিন্তু প্রকৃতিমুক্ত পুরুষ এক কি বহু এবং পুরুষ স্বরূপতঃ এক কি বহু তাহা উক্ত হয় নাই। এজন্য এ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তে পুরুষবাদের বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। আমরা আরও বলিতে পারি যে, তত্ত্ব সমাসে আট প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে; ইহাই এক অর্থে গীতার অষ্টধা অপরা প্রকৃতি। এই আট প্রকৃতির মধ্যে 'অব্যক্ত' স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হইয়াছে। কারিকায় তাহাকে মূল প্রকৃতি বা প্রধান বলা হইয়াছে। এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে আমরা গীতার এ অধ্যায়ে উক্ত এই পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ সংক্ষেপে বুঝিব।

পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান।—গীতার ১৩শ অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-জ্ঞান যাহা সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এই প্রকৃতিপুরুষ বিবেক জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে প্রকৃত জ্ঞান, কেন না ইহা হইতে মোক্ষ বা অপবর্গ সিদ্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞানই এক অর্থে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান। পৃথক্‌ভাবে দেখিলে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতেই প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞান হয়। ক্ষেত্রের মূল কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতি কারণরূপ ক্ষেত্র কার্য্যরূপ আর ক্ষেত্রজ্ঞ মূলতঃ পুরুষ। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ হইলে প্রকৃতি পরিণত হইয়া ক্ষেত্র ও জ্ঞেয় জগৎরূপে কার্য্যভাবে ব্যাপ্ত হন, আর পুরুষ তাহার জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। ক্ষেত্র যখন তাহার জ্ঞেয় হয়—তখন এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতৃরূপে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন। ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, আর সমষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—সেই ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, সেই ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান হেতু বদ্ধ পুরুষ বা ক্ষর পুরুষ হন। সমষ্টিক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। কোন ক্ষেত্রে বদ্ধ নহেন, সর্ব্বক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁহার 'আমার' ভাব নাই। তিনি নির্লিপ্ত—অসঙ্গ,—নিষ্ক্রিয় অথচ তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা। এই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব এই ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহা উল্লিখিত হইবে। ঈশ্বরতত্ত্ব গীতায় বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। এই ঈশ্বরতত্ত্বই গীতায় বিশেষভাবে বিবৃত। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ। ব্যষ্টি ক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। মুক্ত পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, শুদ্ধমুক্ত কূটস্থ তিনিই অক্ষর স্বরূপ।

সাংখ্যদর্শনে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক এই ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বরূপ 'পুরুষ' ও ক্ষেত্রের যে কারণরূপ প্রকৃতি, সেই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব গীতায় ১৯শ শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে। গীতায় এই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব—সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে যে ভিন্ন, তাহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে; প্রকৃতির স্বরূপ কি, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকজ্ঞান এই অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।—এই ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। কেন না ইহা সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই দুই অভিব্যক্ত রূপ। মায়াশক্তি হেতু পরমব্রহ্মই পরম জ্ঞাতা পুরুষরূপে ও পরম জ্ঞেয় অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিরূপে প্রথম অভিব্যক্ত হন। মূল প্রকৃতির পরিণাম হইতে যে পরা ও অপরা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়, ভগবান্ তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাকে নিয়মিত করিয়া জগতের বিকাশ করেন, এবং সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ প্রকৃতিকে যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে স্বীয় বীজ-নিষেক দ্বারা সর্ব্বভূতের অভিব্যক্তি করেন। এইজন্য ব্রহ্মের এই প্রকৃতি-পুরুষরূপ অনাদি। ইহার মধ্যে পরম পুরুষের ঈক্ষণ বা কল্পনা হেতু প্রকৃতির পরিণাম হয়, ইহা হইতে বিকার (ত্রয়োবিংশতি সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব) এবং গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের) উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতিই কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের হেতু। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বেই সর্ব্ব-কার্য্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বেই কার্য্যকারণ-সংঘাত শরীরের বা ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। এইরূপে সংক্ষেপে এ স্থলে প্রকৃতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির যাহা বিকার—প্রকৃতি হইতে যেরূপে শরীর বা ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহা

গীতায় কোথাও বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত এ সম্বন্ধে গীতায় কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। আমরা বলিতে পারি যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন জন্য তাহা জানিবারও তত আবশ্যক নাই। গীতায় পরে প্রকৃতিজ ত্রিগুণতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। কেন না, মুমুক্ষুর পক্ষে এ তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়; এই অধ্যায়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্ব উক্ত হয় নাই। তবে পরে ২৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বরূপে কৃত হয়।

পুরুষ-তত্ত্ব।—এ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক হইতে অবশিষ্ট অংশে ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পুরুষ অনাদি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতু তাহাও ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই সুখ দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। পুরুষ-সান্নিধ্যে ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের প্রধান উপকরণ অন্তঃকরণ চেতনবৎ হয়, এবং তাহাতে এই সুখ দুঃখ ভাব হয়। সুখ সাত্ত্বিকভাব আর দুঃখ রাজসভাব। অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক হইলে, তাহাতে সুখভাব হয়; অন্তঃকরণ রাজসিক হইলে তাহাতে দুঃখভাব হয়। আমরা বলিয়াছি যে অনাদি-স্বরূপ পুরুষের বা পরমাত্মার সান্নিধ্যে তাঁহার পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ ত্রিগুণজভাব হেতু সুখদুঃখ মোহভাব-যুক্ত হয়। বিষয় গ্রহণ কালেই এই সুখ দুঃখ বা মোহ তাহার বিকাশ হয়। অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে সুখভাবের বিকাশ হয়, রজোগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে দুঃখভাবের বিকাশ হয় এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইলে মোহভাবযুক্ত হয়। অন্তঃকরণ যে ভাবযুক্ত হয়, ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবের ভোক্তা হন—আপনাতে সেই ভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—পুরুষ যে এইরূপ সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, তাহার কারণ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন। বিভিন্ন গুণের যে বিভিন্ন ভাব পুরুষ এইরূপে তাহা ভোগ করেন। যখন সাত্ত্বিক-ভাবের বিবৃদ্ধিহেতু চিত্ত সুখভাবযুক্ত হয়, তখন পুরুষ সেই সুখভোগ করেন : চিত্ত রাজস ভাব যুক্ত হইলে,—পুরুষ সেই দুঃখ ভোগ করেন। এইরূপে প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া পুরুষ আপনার আনন্দ স্বরূপ ভুলিয়া সুখ-দুঃখরূপ প্রকৃতিজ গুণের বিভিন্ন ভাব উপভোগ করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এইরূপ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রস্থ সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষাদি উপভোগ করিয়া সেই সুখে অনুরক্ত হন এবং দুঃখে দ্বেষযুক্ত হন। ইহাতেই এই সুখ দুঃখের যে মূল—এই ত্রিগুণ তাহাতে আসক্তি হয় এবং এই গুণে আসক্তি হেতু, তাহাকে জন্ম মৃত্যু প্রবাহের মধ্য দিয়া সংসার ভোগ করিতে হয়, সদসৎ যোনিতে বারবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু এই আসক্তি ও আসক্তিজ ভোগ ভ্রম মাত্র। ইহা ক্ষেত্রে বা দেহে আত্মাধ্যাস হেতু জাত। দেহে 'আমি বা আমার' এইরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা যুক্ত হইয়া, পুরুষ এই ক্ষেত্র বা দেহ-ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি আপনাতে আরোপিত করে। বাস্তবিক এই পুরুষ দেহ-ব্যতিরিক্ত,—দেহ হইতে পর বা উৎকৃষ্ট এবং দেহাতীত। বস্তুতঃ পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা বা অনুগ্রাহক, ভর্ত্তা, ভোক্তা। পুরুষ স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির নিয়ন্তা। তিনি প্রকৃতিতে স্থিত হইলেও পরমাত্মার স্বরূপ। তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তৃরূপে মহেশ্বর। তিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ভর্ত্তা ও ভোক্তা। ইহাই পুরুষের পরমরূপ পরম অক্ষর রূপ। এই পরম রূপ বুঝিতে হইলে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। পুরুষের পরমাত্মা মহেশ্বর স্বরূপ দর্শনের উপায় প্রকৃতি ও পুরুষকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে—এইভাবে জানিতে হইবে। তাহা হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের স্বরূপ জানিতে হইলে,

তাহার পরমাত্মা স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে এই পুরুষের স্বরূপ পরমাত্মা দর্শনের উপায় বা সাধন তিনরূপ। ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ। ধ্যানযোগে চিত্তের দ্বারা চিত্তে আত্মদর্শন করিতে হয়। তাহাতে পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ধ্যানযোগ সাধনা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ধ্যান সিদ্ধ হইলে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে—এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধনা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সাংখ্যযোগ যেরূপে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গীতায়ও পূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মযোগে যেরূপে আত্মদর্শন বা পুরুষের স্বরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে উক্ত উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয়, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হয়। আত্মদর্শন না হইলেও যাঁহারা আত্মার স্বরূপতত্ত্ব কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উক্তরূপ উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ না হইলেও, তাঁহারাও ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন। ভগবান্ ইহা ২৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন।

ত্রিবিধ পুরুষ—উক্তরূপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। পুরুষ ক্ষেত্রবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণসঙ্গ হেতু প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হইয়া সদসদ্‌যোনি ভ্রমণ করিলেও স্বরূপতঃ এই পুরুষ ক্ষেত্রের বা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন। পুরুষ স্বরূপতঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর পরমাত্মা। সুতরাং স্বরূপতঃ এই পুরুষ পরমপুরুষ। পুরুষ পরিচ্ছিন্নভাবে দেহবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষের অংশভূত হয়। আর ক্ষর পুরুষরূপ হয়। আর দেহে কূটস্থ ভাবে থাকিয়া তিনি অক্ষর পুরুষ হন—"ইহা পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে

বিবৃত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পুরুষ-তত্ত্ব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

এই প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ এক অবিভক্ত হইলেও বহু বিভক্ত ভাবে প্রকৃতিতে বদ্ধ হন। প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন এবং প্রকৃতি তাঁহার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়, তাহা বলিয়াছি। এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তার উৎপত্তি হয়। এই তত্ত্ব সংক্ষেপে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ইহার বিবরণ—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-তত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথম (৩য়, ৪র্থ) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। সেই স্থলের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া, ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত হইয়া, সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বসত্তার উৎপাদন করেন সত্য, কিন্তু পুরুষ এক অবিভক্ত, উত্তম পুরুষ রূপে সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়া সর্ব্বভূত বা সর্ব্বসত্ত্ব মধ্যে সমভাবে অবস্থান করেন। এই সর্ব্বভূতভাব বিনাশী, এই ভূতভাবে প্রত্যেক ভূতস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষভাবও বিনাশী বা ক্ষর। কিন্তু উত্তম পুরুষ-ভাবে পরমেশ্বর যে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান করেন, সেই উত্তম পুরুষ ভাব অবিনাশী। তিনি পরমাত্মা। এ তত্ত্ব ২৭শ ও ২৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই জীব ও ঈশ্বর ভাব বা ক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ ভাব, এই নিয়মিত ও নিয়ন্তৃভাব—এই প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অংশরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব ও সর্ব্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ পরিচ্ছিন্ন অংশ ঈশ্বর-ভাব—পুরুষের এই দুইভাব ব্যতীত, তাঁহার আরও এক ভাব আছে,—তাহা সর্ব্বক্ষেত্র মুক্ত অক্ষর কূটস্থ ভাব। ইহা সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বতত্ত্বসাক্ষীর ভাব। গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের এই কূটস্থ ভাবকে ‘অক্ষর’

পুরুষ বলা হইয়াছে। এ স্থলে তাহা ২৯শ শ্লোক হইতে ৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যখন পুরুষ, আপনাকে অকর্ত্তৃরূপে দর্শন করিতে পারেন, এবং প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্বরূপে কৃত হইতেছে, ইহা দর্শন করিতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা হন। যখন তিনি দেখিতে পান যে, এই যে অসংখ্য ভূত-পৃথক্‌ভূত ভাব—এ সমুদায় সেই একের মধ্যে সেই এক পরমাত্মার অবস্থিত এবং এই দর্শন হেতু আপনাকেও সেই সর্ব্বভূতস্থ এক পরমাত্মরূপে আপনাকে দর্শন করেন—তখন তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাধার অক্ষর ব্রহ্ম ভাব লাভ হয়—তিনি অক্ষরকূটস্থ পুরুষ হন। তখন তিনি এই পরমাত্মা অব্যয় অনাদি নির্গুণ হন এবং সর্ব্বশরীরস্থ বা সর্ব্বভূতস্থ হইয়াও কিছুই করেন না,—কিছুতে লিপ্ত হন না। যেমন আকাশ সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়াও সূক্ষ্ম হেতু কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই পরমাত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্ব দেহে অবস্থিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অথচ ইনি প্রকাশ-স্বভাব—নিজ প্রকাশ স্বভাবের দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে একমাত্র ক্ষেত্রী, এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া, সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। সূর্য্য যেমন স্বীয় জ্যোতি দ্বারা আপনাকে ও সমুদায় লোককে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই এক সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। পরমাত্মরূপে ইনি সর্ব্বক্ষেত্রের প্রকাশক, সর্ব্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা। প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ত্ব ইঁহারই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, দ্রষ্টা সাক্ষী ও জ্ঞাতা হয়। পরমাত্মরূপে ইনি সেই দ্রষ্টার দ্রষ্টা সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতা। এজন্য বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত দ্রষ্টার দ্বারা তিনি দৃষ্ট হন না—বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জ্ঞাতাদ্বারা তিনি জ্ঞাত হন না,—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। বুদ্ধিতে জ্ঞাতৃ-ভাব, ভোক্তৃভাব ও কর্ত্তৃভাবের যে বিকাশ হয় (যাহাকে ইংরাজী দর্শনে phenomenal self or ego বলে) ইনি তাহার দ্রষ্টা (absolute self)। ইনি সর্ব্বক্ষেত্রে বুদ্ধিতে এইরূপ যে আত্মভাবের অধ্যাস হেতু দ্রষ্টা বা

জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তার ভাব হয়,সে সমুদায় ভাবের তিনি দ্রষ্টা। এইরূপে তিনি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। আর তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে কেবল জ্ঞাতা বা উপদ্রষ্টা নহেন, তিনি অনুমন্তা ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর। এইরূপে পুরুষ স্বরূপে তিনি সর্ব্বক্ষেত্রের প্রভু, সর্ব্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা, অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা। আবার তিনিই প্রকৃতি বদ্ধ হইয়া প্রতিক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবে সেই ক্ষেত্রের গুণ বা ত্রিবিধ গুণময় ভাবের সহিত সঙ্গযুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা বদ্ধ হন ও প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত জীবভাব গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে আমাদের এই তিনরূপে—জীবরূপে। অক্ষর ও ঈশ্বররূপে তাঁহাকে জানিতে হয়। এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের এই তিনভাব সূচিত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের এই তিন ভিন্নভাব অনুসারে পুরুষ যে ত্রিবিধ হন বলিয়াছি, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞভাবে পুরুষকে আমাদের জানিতে হইবে এবং ক্ষেত্রভাবে প্রকৃতিকে জানিতে হইবে। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতে প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়, এবং ইহা হইতে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে যে পার্থক্য, যে ধর্ম্ম, যে বিপরীতত্ব, তাহা জানা যায়—ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও তাহাদের পার্থক্য জানিতে পারেন, আর ভূত-প্রকৃতিমোক্ষতত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনিই পরমপদ লাভের অধিকারী হন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ বদ্ধ পুরুষ সেই ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বা ভূত-প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জানিয়া সেই উপায় অবলম্বনে ভূত-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন এবং পরমপদ লাভ করিতে পারেন। ভূতভাব হইতে ও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় এ অধ্যায়ে বিবৃত হয় নাই। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বদ্ধ হইয়া ভূতভাব-যুক্ত হয়, তাহা এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হওয়ায় যে ভূতভাব হয়, তাহা হইতে মুক্তির উপায় এস্থলে

উক্ত হয় নাই। প্রকৃতি যে ত্রিগুণের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বদ্ধ করে, তাহাকে স্বীয়ভাবযুক্ত করে, সেই ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে হয়, তাহার তত্ত্ব এবং সেই ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভাবে অবস্থান করিবার তত্ত্ব—এক কথায় ভূতপ্রকৃতিমোক্ষতত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই ত্রয়োদশ অধ্যায়েই যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। যাহা প্রকৃত 'গীতাজ্ঞান'—যাহা গীতোক্ত ধর্ম্মের মূল সূত্র—তাহা এই অধ্যায় হইতেই আমরা জানিতে পারি। এই অধ্যায় হইতেই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার উপদেশ পাই। ক্ষেত্রজ্ঞ আমরা যে আমাদের ক্ষেত্র বা শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা জানিতে পারি। পুরুষ আমরা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতিতে স্থিত হই এবং প্রকৃতিজগুণ ভোগ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হই, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে দেহাতীত ও দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই যে পরমাত্মা মহেশ্বররূপে এই প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাহা জানিতে পারি। শুধু তাহাই নয়, আমার ন্যায় তুমি, তিনি, এই সর্ব্বভূত, সর্ব্বজীব, বা সর্ব্বসত্তার প্রকৃত স্বরূপ যে একই, আমরা সকলেই যে পরমার্থতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ, তাহা জানিতে পারি। ইহা হইতে আমরা সর্ব্বত্র 'সমদর্শনের' মূল সূত্র পাই।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

> বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
> শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (৫।১৮)

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যখন ধ্যানযোগে আত্মদর্শন হয়, তখন সর্ব্বভূতমধ্যে সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (৬।২৯)

এইরূপে সর্ব্বত্র সমদর্শনের কথা—সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মদর্শনের কথা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। এই অধ্যায়ে সর্ব্বত্র একত্ব দর্শনের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অধ্যায়ে পরমব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া সর্ব্বভূতমধ্যে তাঁহার সমভাবে অবস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্'। আর তিনি 'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্'। ইহা ব্যতীত পরমেশ্বর যে সর্ব্বক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত, তাহাও এ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,

'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।'

তিনি বলিয়াছেন,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(১৩শ অঃ ২৭।২৮)

এইরূপে গীতা হইতে এই অনন্ত বৈষম্যপূর্ণ জগতের মধ্যে কেবল 'সম' দর্শন করিবারই উপদেশ যে পাই তাহা নহে। এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বহুত্বপূর্ণ অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট চরাচর বিশ্বে অভেদ বা একত্ব দর্শন করিবারও উপদেশ এই অধ্যায় হইতে পাইয়া থাকি। ইহা এই গীতার সার উপদেশ। ইহাই বেদান্তের 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহং' বিশেষতঃ 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ।

যখন আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান-মুক্ত হয়, যখন আমরা ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আমাদের ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতিযুক্ত পুরুষস্বরূপ

জানিতে পারি, যখন আমাদেরমধ্যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি এবং আমাদের সকলের মধ্যে সমবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই,—সর্ব্বত্র পরমাত্ম দর্শন ব্রহ্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-দর্শন সিদ্ধ হয়, তখন, বলিয়াছি ত, সর্ব্বভেদ মধ্যে অভেদ দর্শন হয়, সর্ব্ব বহুত্ব মধ্যে একত্ব দর্শন হয়, সর্ব্ব বৈষম্য মধ্যে সাম্য দর্শন হয়। ইহাই নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ১৮।২০

এই জ্ঞান লাভ হইলে তুমি আমি ভেদ থাকে না। দেহ-ভেদ হেতু পুং-স্ত্রী ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-ভেদ, মনুষ্য-পশু-পক্ষি প্রভৃতি ভেদ, স্থাবর-জঙ্গম-ভেদ প্রভৃতি অনন্ত ভেদমধ্যে সর্ব্বত্র এক অভেদ আত্মাকেই দর্শন করা হয়। সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে দর্শন করা হয়। তখন আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সর্ব্বভূত মধ্যে পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরের দর্শন সিদ্ধ হয়। তখন তোমার মধ্যে, ঐ নীচ চণ্ডালের মধ্যে, গো হস্তী, এমন কি, অতি ক্ষুদ্র কীটমধ্যে যে নারায়ণ অবস্থিত আছেন, সে জ্ঞান লাভ হয়। তখন পর বলিয়া আর কেহ থাকে না। তখন পরমার্থসিদ্ধি হয়। স্বার্থ ও পরার্থ এক হইয়া যায়। ইহাই গীতোক্ত-ধর্ম্ম। ইহাই নিষ্কামধর্ম্মের মূলসূত্র। যখন পর আর পর থাকে না, আমিই যে তুমি এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তখন পরের প্রতি রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ কিছুই আর থাকিতে পারে না। তখন আমার স্বার্থ সুবিধা লাভালাভ বিচার থাকিতে পারে না। যাঁহার এই জ্ঞান হয়, তিনি নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতার্থকর্ম্ম আচরণ করেন। তখন তিনি সুখ দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় আত্মোপমায় সর্ব্বত্র সমদর্শন করিয়া পরমেশ্বরেই অবস্থান করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

৬অঃ ৩১।৩২॥

এই জ্ঞান—এই দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ, নীতির মূল ভিত্তি। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না। প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক পল ডুসেন (Paul Deussen) এর কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

But the fact is nevertheless, that the highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly, "love your neighbours as yourselves." But why should I do so, since by the order of nature I feel pain and pleasure only in myself, not in my neighbour? The answer is not in the Bible (this venerable book being not yet quite free from semitic realism), but it is in the veda, is in the grave formula "tatvamasi" (তত্ত্বমসি), which gives in three words metaphysics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves,—because you are your neighbour and mere illusion makes you believe, that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the Bagabadgita: he, who knows himself, in everything and everything in himself, will not injure himself by himself, 'na hinasti atmana atmanam' (ন হিনস্ত্যাত্মনা আত্মানম্). This is the sum and tenor of all morality, and this is the stand-

point of a man knowing himself as Brahman. He feels himself as everything—so he will not injure anything, for nobody injures himself. He lives in the world, is surrounded by its illusions but not deceived by them : like the man suffering from timira (তিমির) who sees two moons but knows that there is one only, so the Jivanmukta sees the manifold world and cannot get rid of seeing it, but he knows, that there is only one being, Brahman, the Atman, his own self, and he varifies it by his deeds of pure disinterested morality.